ঘটোৎকচ বধ

সেই বছরই সে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হল।

যেমন ষণ্ডামার্কা চেহারা, তার উপরে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—চুলে তেলও দিত না, চিরুনিও না। রুক্ষ রুক্ষ চুলে তাকে দেখাতো ঠিক গুণ্ডার মতো। নামটাও তার বিদঘুটে, সেটা মনে রাখা বা মুখে আনা সহজ ছিল না। উপাধি ছিল ঘটক, সবাই তাই ধরেই তাকে ডাকত।

আমি বলতাম, ঘটক না ঘটোৎকচ! সেটা অবশ্য মনে মনে।

তার সঙ্গে বিবাদ করা তো বিপজ্জনক ছিলই, বন্ধুত্বও নিরাপদ ছিল না—কি রে ভাল আছিস? বলে সে যখন বন্ধুর পিঠে বিরাশী-সিকের আদর বসাতো, তখন তার জবাবে ভাল আছি জানানো নেহাত মিথ্যা কথা হত। বরং 'হ্যাঁ একটু আগে ছিলাম' বললেই যথার্থ উত্তর হত। অকস্মাৎ এমন কিল খাওয়ার পর মানুষ কখনো ভাল থাকতে পারে?

নিঃস্বার্থভাবে চড়-চাপড় বসানো ছাড়াও তার আরও গুণ ছিল। ক্লাশের প্রায় প্রত্যেক ছেলের একটা করে অদ্ভুত নাম সে বের করেছিল। সেই নামে তাদের ডাকত—যাকে ডাকা হত তখন সে ছাড়া আর সবাই খুব হাসত। একদিন সে আমাকেই ডেকে বসল—কিগো লট্‌পট্ সিং কি হচ্ছে?

নতুন নামে দস্তুরমতো আপত্তি ছিল আমার। বিশেষ করে এতে আমার চেহারার প্রতি কটাক্ষ ছিল, কেন না ভারী রোগা ছিলাম আমি। কাজেই আমার রাগ হয়ে গেল। বলে ফেললাম, আর তুমি কী? তুমি যে আস্ত একটি ঘটোৎকচ।

বলে ভাল করলাম না। সেটা পরমুহূর্তেই টের পেলাম। টের পেলাম নিজের পিঠে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা আমি আদপেই পছন্দ করি না।

তখুনি কিন্তু আমি তার শোধ তুলেছিলাম। অবশ্য আর এক দিক দিয়ে। সে পিরিয়ডটা ছিল ইংরেজীর, কিন্তু আমাদের ইংরেজীর সার্ সেদিন স্কুলে আসেননি। ক্লাশে ভারী গোল হচ্ছিল, তাই হেডমাস্টারমশাই নিজে আমাদের ক্লাশ নিতে এলেন। ঘটোৎকচ নিজের সীট ছেড়ে চলে এসেছিল, সে তাড়াতাড়ি আমার পাশেই বসে পড়ল।

হেডমাস্টারমশাই তাকেই প্রশ্ন করলেন, মুখে মুখে ট্রান্স্লেট কর, ক্লাসে বড় গোল হচ্ছিল।

সে আমার হাত টিপে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, গোলের ইংরেজি কীরে?

আমি চুপি চুপি উত্তর দিলাম, রাউন্ড।

—আহা সে গোল নয় গো-ল।

—কি গোল? ফুটবল খেলার গোল? সে তো জি-ও-এ-এল।

—দূর ছাই, তা নয়—

হেডমাস্টারমশাই তাড়া দিলেন, সোজা ট্রান্স্লেশন, এত দেরি কিসের?

উপায় না দেখে সে বলে ফেলল—There was much rounds in the class.

হেডমাস্টারমশাই এত অবাক হয়ে গেলেন যে তাকে কিছু না বলে আমাকে বললেন তার কান মলে দিতে। তার পর তাকে ছেড়ে আর সব ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কান মলে দিতে দিতে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, much নয়, ওটা big rounds হবে—বড় গোল কিনা!

সে-কথা কানে না তুলে সে বললে, যা জোরে মলেছিস, আচ্ছা, দেখব তোকে ছুটির পর।

সমস্ত ক্লাশ ঘুরে আবার তার পালা এল, হেডমাস্টারমশাই তাকে প্রশ্ন করলেন, আমি ঐ কাপড়টি পরি—পারবে এটা?

বড় রকমের ঘাড় নেড়ে সে বলল, হ্যাঁ।

বলল এবং উঠেও দাঁড়াল, কিন্তু তার পরে আর কোন উচ্চবাচ্য নেই। মুখ নড়তে থাকে কিন্তু মুখ আর খোলে না। ভাবটা যেন এই যে এর অনেক রকম উত্তর তার জিভের গোড়ায় এসেছে, কিন্তু কোনটা বলবে ভেবে পাচ্ছে না!

আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না দেখে সে আমাকে একটা চিমটি কাটল, নিচু গলায় বলল, কাপড় পরা কি হবে রে?

—না, আমি বলব না। তুমি যে ছুটির পর আমাকে দেখাবে বলেছ।

—না ভাই দেখাব না, তুই লিখে দে।

আমি তার রাফ-খাতাটা টেনে নিয়ে দেখার সুবিধার জন্য এক পাতা জুড়ে বড় বড় ছাঁদে লিখলাম—কাপড় পরা—to read the cloth.

সে তখন চট্‌পট্ উত্তর দিল, আই রিড দ্যাট ক্লথ।

হেডমাস্টারমশায়ের বিস্ময় তখন সপ্তমে উঠেছে—য়্যাঁ ? কাপড় পরার ইংরেজী তুমি জানো না ? পরার ইংরেজী ! পরা !

—পড়ার ইংরেজী ? পড়া—পড়া ? ও। মনে পড়েছে—to fall !

Stand up on the bench সমস্ত ঘণ্টা থাকবে, নেমেছ কি ফাইন।—বলে হেডমাস্টারমশাই চলে গেলেন। ক্লাশ সুদ্ধ সবাই ঘটোৎকচের এই দুরবস্থাটা উপভোগ করলাম। যখন তখন মুষ্টিযোগের জন্য আমরা কে না ওর উপর চটা ছিলাম ?

বলা বাহুল্য, সেদিন শেষ পিরিয়ডে আমার বেজায় পেট কামড়াতে লাগল। ক্লাশ টিচারের কাছে ছুটি নিয়ে বেরুচ্ছি, ঘটোৎকচ বইয়ের আড়াল থেকে ঘুসি দেখাল। ভাবখানা যেন এই—বড্ড ফসকে গেলি আজ। তা বলে তোর নিস্তার নেই !

তার পরদিন কিন্তু তার সঙ্গে আমার ভারী ভাব হয়ে গেল। হলও খুব অদ্ভুত রকমে।

বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে একটা ছারপোকা ভারি কামড়াচ্ছিল আঙুলে, অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে বের করে খতম করতে যাচ্ছি, সে বলে উঠল, আহা আহা, মারিস নে, মারিস নে, মরে যাবে। অমন করে বেচারাকে মারিস নে।

সহপাঠীর প্রতি যে এত নিষ্ঠুর, ছারপোকার প্রতি তার এমন মমতা ! বিস্মিত হয়ে বললাম, তবে কি করব একে ? মাটিতে ছেড়ে দি ?

সে ব্যস্ত হয়ে বলল, আরে না না, পালিয়ে যাবে যে ! দাঁড়া।···আহা বেশ ছারপোকাটি তো। কেমন মোটাসোটা ! নধর নধর। বেশ চাকন চিকন ! দেখতেও চমৎকার ! গায়ের রঙে কালচে লাল আর লালচে কালো একসঙ্গে মিশ খেয়েছে। এ রকম আমার একটিও নেই।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম—বলে কি এ ?

—ছারপোকাটা দিবি আমায় ? তাহলে আর তোকে মারব না। কোনদিন না।

আমি বললাম, এক্ষুনি এক্ষুনি। যেখানে তোমার খুশি একে নিয়ে যাও।

খুব আনন্দিত হয়ে পকেট থেকে একটা বেঁটে চেহারার গোলমুখো শিশি সে বার করল। ও বাবা ! তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ছারপোকা ! লাখ লাখ না হলেও হাজার হাজার তো বটেই ! আমার উপহারটাকে সযত্নে তার মধ্যে পুরে নিয়ে বলল—এতেই ধরে রাখি ওদের। আমার অনেক দিনের পোষা !

—পাখি, খরগোস এ সব লোকে পোষে দেখছি। ছারপোকা আবার কেউ পোষে না কি ?

ছারপোকার তুই কি জানিস ? আমি অনেক দিন থেকে ওদের সঙ্গে মিশছি, ওদের নাড়ী-নক্ষত্র সব আমার জানা। ওদের বুদ্ধির কথা ভাবলে—

কিন্তু টীচার ক্লাশে এসে পড়ায় ছারপোকার কাহিনী মাঝখানেই তাকে থামাতে হল। সেজন্য সে ক্ষুন্ন হল বিশেষ।

টিফিনের সময় পাশের গ্রামের টীম এসে আমাদের চ্যালেঞ্জ করল ফুটবল

ম্যাচে। ওরা ভারি গোঁয়ার—হারতে থাকলেই ওদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, বল ছেড়ে অপর দলকে ধরে পিটতে শুরু করে দেয়। গত বছর আমাদের বেচারামের পা ভেঙে দিয়েছিল, তার স্কোরেই ওরা one nill-এ হেরে যায়। তাই ওদের সঙ্গে খেলতে আমাদের উৎসাহ ছিল না।

কিন্তু ঘটোৎকচ বলল, আরে এবার আমি আছি। ভয় কিসের! সব তুলো ধুনে দেব!

কিন্তু মাঠে গিয়ে ঘটোৎকচ হল গোলকিপার! আমরা বললাম, না-না, তুই আমাদের সঙ্গে ফরোয়ার্ডে আয়।

সে বলল—আরে এখন কি! খেলা শেষ হোক না! তখন ধুনে দেব।

বেচারামের কথা আমার মনে পড়ল। বেচারার পা সেরেছে বটে কিন্তু জীবনে তাকে বল ছুঁতে হবে না। অবশ্য পা-ভাঙাকে আমি কেয়ার করি না আরাম করে বিছানায় শুয়ে থাকা তো! কিন্তু আসছে হপ্তায় মামার বাড়ি যাব যে—। আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন আমরা হেরে যাই, অনেক গোল খেয়ে এমন ঢোল হারা হারি যে, ওরা খুশি হয়ে সন্দেশ খাওয়ায়।

কিন্তু হারব যে তার কোনো উপায় দেখা গেল না। ওরা বল নিয়ে এগুতেই পারে না—এগোনো দূরে থাক, নিজেদের গোল-এরিয়ার ভেতর থেকে বল ক্লিয়ার করাই ওদের মুশকিল! বিপদ অনিবার্য দেখে আমি খুব সাবধানে খেলতে লাগলাম—পাছে ওদের না গোল দিয়ে ফেলি। আমাদের কেউ শুট করেছে, তাতে গোল নির্ঘাত—বাধ্য হয়ে আমাকে বল আটকে গোল বাঁচাতে হয়। কর্নার হতে যাচ্ছে, ওদের হয়ে কর্নারের বল কেড়ে নিয়ে আমিই আউট করে দিই!

কিন্তু কপালের লেখন খণ্ডাবে কে? ভাবলাম এবার আস্তে একটা শুট করি, গোলকিপার অনায়াসেই তা আটকে ফেলবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই বলটাই গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে গোল হয়ে গেল। তারপর থেকেই ওরা যেমন করে আমাকে ছেঁকে ধরল, তাতে বাধ্য হয়ে ব্যাকের সঙ্গে আমাকে জায়গা বদল করতে হল। প্রাণের ভয় আমি করি না, কিন্তু পা বাঁচাতে হবে তো! মামার বাড়ি রয়েছে।

গোল খেয়ে ওরা একটু গোঁ ধরে খেলতে লাগল। দু-একবার বল নিয়ে এগিয়েও এল, কিন্তু গোল দেবার কোনো লক্ষণই তাদের দেখলাম না! দৈবাৎ যদি গোলটা শোধ হয়ে যায় তো বাঁচা যায়। খেলা সেরে আমাদের ফিরতে তো সন্ধ্যে—হারলে ওরা কি আর আস্ত ফিরতে দেবে?

অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ওরা একটা শুট করল গোলের মুখে। ঘটোৎকচ ভাবল আমি শুট ফিরিয়ে দেব, কিন্তু আমি দেখলাম এ সুযোগ আর ছাড়া নয়। বলটা ছেড়ে দিয়ে ঘটোৎকচকে এমনভাবে আড়াল করলাম যে আটকাবার কোনো সুবিধাই সে পেল না।

গোল দিয়ে ওরা যা লাফাতে লাগল—সে এক দৃশ্য! দেখে আমার আনন্দ হল! তারপর শেষ দশ মিনিট দ্বিগুণ উৎসাহে ওরা আমাদের চেপে রইল। কোনো রকমে আর একটা গোল খেলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ভাবলাম

আশা সফল হবে, কিন্তু এমনি ওদের শুট করার কায়দা যে গোলে মারলে সে বল গোলপোস্টকে সেলাম ঠুকে দশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে যায় ! সময় উত্তীর্ণ হয় দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না, নিজেই গোলে শুট করে দিলাম। আমিও গোল দিলাম আর খেলাও ওভার হল।

ওদের হাত থেকে তো কোনো গতিকে বাঁচলাম, কিন্তু পড়লাম ঘটোৎকচের কবলে। গোড়ায় জিতিয়ে আমিই শেষে ডুবিয়ে দেব, এমনটা ও আশা করেনি। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম—ভাই, খেলা আর পরীক্ষা, ও-দুটোই হচ্ছে 'লাক'। পড়লে-শুনলেও কিছু হয় না, ভাল করে খেললেও নয়। এই তো তুমি এত পড় কিন্তু কাল ক্লাসে হেডমাস্টারের কাছে—! বরাত ভাই, বরাত।

কিন্তু ও কি বোঝবার ? ঘুসি বাগিয়ে আমার দিকে এগুচ্ছে, এমন সময়ে সাঁই করে কোত্থেকে একটা ইট এসে পড়ল। তারপর আর একটা। ভেবেছিলাম জিতলে ওদের রাগ পড়বে, হয়তো সন্দেশ খাওয়াবে, কিন্তু শেষে কি না জলযোগের বদলে এই ইটযোগ ! আমরা আর কোনো দিকে না চেয়ে পাঁই পাঁই করে দৌড়তে শুরু করে দিলাম।

খানিক দূর দৌড়ে দেখি আর ইট আসছে না, কিন্তু ঘটোৎকচ কই ? সে তো আমাদের সঙ্গে নেই ! তবে কি সে একাই তাদের তুলো ধুনতে লেগে গেছে না কি ? যা গোঁয়ার সে—সব পারে। ফিরলাম তার খোঁজে। দেখি, সে এক গাছে উঠে বসে আছে। আমরা কোথায় ছুটে মরছি আর সে কি না নিরাপদে গাছে চেপে অবলীলাক্রমে তাদের ইট চালানো আর আমাদের দৌড়ঝাঁপ দেখছে মজা করে ! আমাদের দেখে সে গাছ থেকে নামল। নেমেই আমার দিকে চেয়ে বলল, কাল ইস্কুলে এর শোধ তুলব। তারপর সমস্ত রাস্তা আর কোনো কথাই সে বলল না।

পরদিন আমি ক্লাশে গেলাম ইস্কুল বসে গেলে পরে। আমি যাবা মাত্রই ঘটোৎকচ কটমট্ করে আমার দিকে চাইল, তারপর টীচারের কাছে বাইরে যাবার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিকবাদেই সে ফিরে এল, কিন্তু ফিরে নিজের জায়গায় না গিয়ে বসল এসে আমার পাশে। আমি মনে মনে কাঁপতে লাগলাম এই বুঝি কোপ বসায়।

মাস্টারমশাই ক্লাশে ছিলেন বলে বিশেষ কিছু করতে পারছিল না, কিন্তু যা এক-একটা রাম-চিমটি কাটছিল তাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছিল মাস্টারমশাই চলে গেলে ওর কিলগুলো কি আন্দাজের হবে। আত্মরক্ষার জন্য আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। আস্তে আস্তে ওর পকেট থেকে ছারপোকার শিশিটা বার করে নিলাম। সুযোগ বুঝে ছিপি খুলে তার অর্ধেক ছারপোকা ওর মাথায় ছেড়ে দিয়ে আবার শিশিটা তেমনি ওর পকেটে রেখে দিলাম।

একটু পরেই ঘটোৎকচ একেবারে লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই তার দারুণ চীৎকার ! তার পরেই সে দু হাতে ভীষণভাবে চুলকাতে লাগল।

ব্যস্ত হয়ে টীচার জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো, হলো কি তোমার ?

ক্লাসের সব ছেলে অবাক হয়ে ওকে দেখছিল, বিকৃত মুখে ও জবাব দিল, ভয়ানক কামড়াচ্ছে।

—চুল ছিঁড়লে কি মাথা কামড়ানো সারে? যাও, জলখাবারের ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাক গে।

—মাথার ভেতরে নয়, বাইরে স্যার।

—বাইরে মাথা কামড়াচ্ছে, সে আবার কি? মাথার বাইরে মাথা কামড়ায়?

ততক্ষণে ঘটোৎকচ ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। সকলে মিলে তখন তার মস্তক পরীক্ষায় লাগা গেল, কিন্তু ঝাঁকড়া চুলের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতরে বাঘ কি ভালুক কিছু আবিষ্কার করা কঠিন। ছারপোকারাও ছিল অনেক দিনের উপোসী—ছাড়া পেয়ে তারা আত্মহারা হয়ে কামড়াচ্ছিল।

গোলমাল শুনে হেডমাস্টারমশাই এলেন, সমস্ত ক্লাশ ছেড়ে ছেলেরা ছুটে এলো। হট্টগোলে সেদিন ইস্কুল গেল ভেঙে, কিন্তু ঘটোৎকচের লম্ফঝম্প দেখে কে! ডাক্তার এলেন, কিন্তু তিনিও এই নতুন ধরনের মাথা-ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না।

অবশেষে এল নাপিত। কিন্তু মাথা মুড়োতে ঘটোৎকচ ভয়ানক নারাজ, তার অমন সাধের চুল—বোধ হয় ছারপোকার পরেই সে ভালোবাসে চুলকে। কিন্তু চুল না গেলে প্রাণ যায়, তাই অগত্যা ন্যাড়া হতে হল তাকে।

পরদিন ঘটোৎকচকে আর চেনাই যায় না। চুলের সঙ্গে সমস্ত উৎসাহ তার উবে গেছে। সে আর মুখও চালায় না, হাতও নয়। শান্ত, শিষ্ট, গম্ভীর গোবেচারা—একেবারে আলাদা লোক। চুলের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মাথা কাটা গেছল।

ছারপোকার নাড়ী-নক্ষত্র সব সে জানতো, কিন্তু তবু একটা বিষয় তার জানা ছিল না। ওরা বিশ্বাসঘাতক—যে আশ্রয় দেয়, এমন কি যে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তাকেও ওরা কামড়াতে ছাড়ে না, তারও সর্বনাশ ওরা করতে পারে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনাবোধ ওদের নেই,—এটা সে আগে জানতো না। তাই ওদের এই ব্যবহার ওর হৃদয়ে লেগেছিল। আর হৃদয়ে আঘাত লাগলে মানুষের বুঝি এমনি হয়।

Ghatotkach Badh by Shibram Chakrabarti

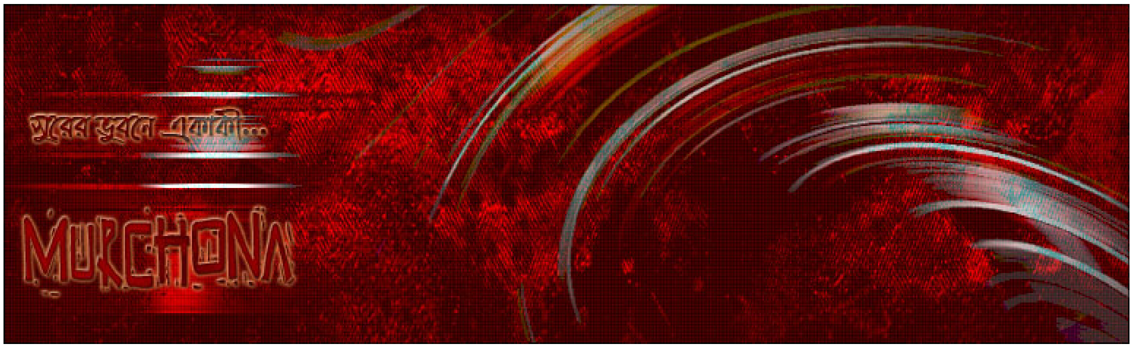

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com